অর্ধবার্ষিক প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন প্রতিবেদন

অর্থবছর: ২০২১-২০২২

কর্মসূচী ও মূল্যায়ন বিভাগ
জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)
২৯, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

অর্ধবার্ষিক প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন প্রতিবেদন

অর্থবছর: ২০২১-২০২২

কর্মসূচী ও মূল্যায়ন বিভাগ

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)

২৯, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

অর্ধবার্ষিক প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন প্রতিবেদন

প্রকাশক
জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)
২৯, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

স্বত্ব
জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর, ২০২১

প্রচ্ছদ

মুদ্রণ

সূচীপত্র

নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
	প্রথম অধ্যায়	
	ভূমিকা	১
	সারসংক্ষেপ	১-২
	দ্বিতীয় অধ্যায়	
১.	**পৌরসভার কাউন্সিলরগণের 'পৌরসভা সম্পর্কিত অবহিতকরণ' প্রশিক্ষণ**	
১.১	কোর্স সম্পর্কে ধারণা	৩
১.২	প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন ফলাফল চার্টের মাধ্যমে তুলনামূলক আলোচনা	৩
১.৩	প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রাসংঙ্গিকতা, দাপ্তরিক দায়িত্ব উপযোগিতা এবং পেশাগত দায়িত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কিত মূল্যায়ন	৪
১.৩.১	কোর্সের বিষয়বস্তু	৪
১.৩.২	দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনে সহায়ক	৪
১.৩.৩	পেশাগত জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন	৪
১.৩.৪	কোর্সের মেয়াদ	৪
১.৩.৫	ভবিষ্যতে এ ধরণের কোর্সে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যায়	৫
১.৩.৬	খাবার ব্যবস্থা	৫
১.৩.৭	কোর্স ম্যানেজমেন্টের মতামত	৫
	তৃতীয় অধ্যায়	
২.	**ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগনের 'প্রশাসন সম্পর্কিত অবহিতকরণ' কোর্স**	৬
২.১	কোর্স সম্পর্কে বিস্তারিত	৬
২.২	প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন ফলাফল চার্টের মাধ্যমে তুলনামূলক আলোচনা	৬
২.৩	কোর্স মূল্যায়ন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণের মতামত	৭
২.৩.১	এনআইএলজিতে বাস্তবায়িত কোর্স মূল্যায়ন	৭
২.৩.১.১	কোর্সের মেয়াদ	৭
২.৩.১.২	প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত উপকরণ	৭
২.৩.১.৩	ভবিষ্যতে এ ধরণের কোর্সে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যায়	৭

নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
২.৩.১.৪	আবাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে মতামত	৭
২.৩.১.৫	খাবার ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকে মতামত	৭
২.৩.১.৬	কোর্স পরিচালনা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকে মতামত	৭
২.৩.২	মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্স মূল্যায়ন	৭
২.৩.২.১	প্রশিক্ষণার্থীগণের মতামত	৭
২.৩.২.২	কোর্স ম্যানেজমেন্টের সার্বিক মতামত	৭
	চতুর্থ অধ্যায়	
৩.	**ইউনিয়ন পরিষদ সচিবগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স**	৯
৩.১	কোর্স সম্পর্কে বিস্তারিত	৯
৩.২	প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন ফলাফল চার্টের মাধ্যমে তুলনামূলক আলোচনা	৯
৩.৩	কোর্স মূল্যায়ন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণের মতামত	১০
৩.৩.১	অনলাইন প্রশিক্ষণের ইতিবাচক দিক	১০
৩.৩.২	অনলাইন প্রশিক্ষণের নেতিবাচক দিক	১১
৩.৩.৩	অনলাইন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে যেসব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে	১১
	পঞ্চম অধ্যায়	
৪.	**হিসাব সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটরগণের অনলাইন প্রশিক্ষণ**	১২
৪.১	কোর্স সম্পর্কে বিস্তারিত	১২
৪.২	প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন ফলাফল চার্টের মাধ্যমে তুলনামূলক আলোচনা (অনলাইন)	১২
৪.৩	প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন ফলাফল চার্টের মাধ্যমে তুলনামূলক আলোচনা (অফলাইন)	১৪
	ষষ্ঠ অধ্যায়	
৫.	**উপজেলা রিসোর্স টিম (ইউআরটি) এর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স**	১৫
৫.১	কোর্স সম্পর্কে ধারণা	১৫
৫.২	প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন ফলাফল চার্টের মাধ্যমে তুলনামূলক আলোচনা	১৫
	সপ্তম অধ্যায়	
৬.	**কর্মসূচী ও মূল্যায়ন বিভাগের মতামত ও সুপারিশ**	১৭

৬.১	মূল্যায়ন ফলাফল (এনআইএলজি)	১৭
৬.২	মূল্যায়ন ফলাফল (মাঠপর্যায়)	১৭
নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
৬.৩	অনলাইন প্রশিক্ষণ	১৭
৬.৪	সার্বিক মতামত	১৭
	উপসংহার	১৭

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা ও সারসংক্ষেপ

ভূমিকা:

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সম্পৃক্ত মানব সম্পদ উন্নয়নে নিয়োজিত একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বিগত ৫১ বছর যাবত এ প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী, গতিশীল জনবান্ধব করে গড়ে তুলতে আধুনিক পদ্ধতি, কলাকৌশল ও উপকরণ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এনআইএলজি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য যেসব প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ সচিবদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স, নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের জন্য প্রশাসন অবহিতকরণ কোর্স, রিফ্রেশার্স কোর্স, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি) কোর্স, চাহিদা ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স ইত্যাদি। এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তাদের মেধা ও দক্ষতাকে আরো শানিত করার সুযোগ পায়। এনআইএলজি সেই লক্ষ্যে দক্ষ প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে এধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে।

নির্বাচনের পরপর সকল জনপ্রতিনিধিগণের প্রশিক্ষণ দ্রুততম সময়ের মধ্যে শেষ করা এনআইএলজি'র একটি চ্যালেঞ্জ। এটি কার্যকর করতে মাঠ প্রশাসনের সহযোগিতা প্রয়োজন। এ জন্য ইতিমধ্যে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট জেলা রিসোর্স টিম (ডিআরটি) এবং উপজেলা পর্যায়ে ১২ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা রিসোর্স টিম (ইউআরটি) গঠন করা হয়েছে। এ দু'টি টিমের মূল উদ্দেশ্যে এনআইএলজি থেকে মাঠ পর্যায়ে আয়োজিত সকল প্রশিক্ষণ কোর্স সফলভাবে বাস্তবায়ন করা ও এনআইএলজিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান। ইতিমধ্যে দুটি টিম যথাযথভাবে এনআইএলজি কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সগুলো সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করছে। চলতি অর্থ বছরে অধিকাংশ প্রশিক্ষণ ডিআরটি এবং ইউআরটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সারসংক্ষেপ:

প্রতিবেদনটিতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের প্রথম ৬ মাস অর্থাৎ জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২১ মাসে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোকে যুক্ত করা হয়েছে। উল্লিখিত ছয় মাসের মধ্যে আয়োজিত কোর্সগুলো হলো- (১) ইউনিয়ন পরিষদ সচিবগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স, (২) ইউনিয়ন পরিষদ হিসাব সহকারী-কাম কম্পিউটার অপারেটরগণের 'প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা' কোর্স, (৩) পৌরসভার মেয়রগণের 'প্রশাসন সম্পর্কিত অবহিতকরণ' কোর্স, (৪) পৌরসভার কাউন্সিলরগণের ''প্রশাসন সম্পর্কিত অবহিতকরণ' কোর্স, (৫) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণের 'প্রশাসন সম্পর্কিত অবহিতকরণ' কোর্স, (৬) ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যগণের 'প্রশাসন সম্পর্কিত অবহিতকরণ' কোর্স, (৭) উপজেলা পরিষদের সিএ এবং ওএসগণের 'প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা' কোর্স, (৮) ইউনিয়ন পরিষদ গ্রাম পুলিশগণের 'আইন শৃংখলা রক্ষায় গ্রামপুলিশের ভূমিকা' শীর্ষক কোর্স এবং (৯) উপজেলা রিসোর্স টিম (ইউআরটি) সদস্যগণের 'প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ' কোর্স আয়োজন করা হয়েছে।

উল্লিখিত কোর্সগুলোর মধ্য থেকে যে সকল কোর্সের মূল্যায়ন ফলাফল কর্মসূচী ও মূল্যায়ন বিভাগে ইতিমধ্যে দাখিল করা হয়েছে ঐসকল ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে- (১) ইউনিয়ন পরিষদ সচিবগণের বুনিয়াদি ৪টি ব্যাচ (অনলাইন), (২) ইউনিয়ন পরিষদ হিসাব সহাকরী কাম-কম্পিউটার অপারেটরগণের 'প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা' কোর্স ১০টি (৬টি অনলাইন ও ৪টি অফলাইন), (৩) পৌরসভার কাউন্সিলরগণের 'প্রশাসন সম্পর্কিত অবহিতকরণ' কোর্স ৮টি ব্যাচ (মাঠ পর্যায়), (৪) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণের 'প্রশাসন সম্পর্কিত অবহিতকরণ' কোর্স ২টি ব্যাচ (১টি এনআইএলজি'তে অপরটি জেলা পর্যায়ে), (৫) উপজেলা রিসোর্স টিম (ইউআরটি) সদস্যগণের 'প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ' কোর্স ১টি ব্যাচ (মাঠ পর্যায়)। অবশিষ্ট কোর্সগুলো অনুষ্ঠিত হলেও কর্মসূচী ও মূল্যায়ন বিভাগে মূল্যায়ন ফলাফল বা কোর্স সমাপ্তি প্রতিবেদন দাখিল করা হয়নি।

প্রাপ্ত ফলাফল সারণী এবং চার্ট উভয় মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। হিসাব সহকারীগণের প্রশিক্ষণ কোর্স অনলাইনে ৬টি এবং অফলাইনে ৪টি কোর্সের ফলাফল পাওয়া যায়। অনলাইন এবং অফলাইন কোর্সের ফলাফল আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় অনলাইন এবং অফলাইন উভয় পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীগণের প্রশিক্ষণ পূর্বের চেয়ে প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়নে দক্ষতা বৃদ্ধির হার ১৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। কাউন্সিলরগণের ৮টি ব্যাচে ৩৮৩ জন অংশগ্রহণ করলেও পূর্ব ও পরবর্তী মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করেছেন ২২৫ জন অবশিষ্ট ১৫৮ জন মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেননি। কাউন্সিলরগণের মূল্যায়ন ফলাফলে দেখা যায় প্রশিক্ষণ পূর্বের চেয়ে প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রশ্ন উত্তর দানের দক্ষতা ৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণের ২টি প্রশিক্ষণে মোট ৬২

জন অংশগ্রহণ করেন; এদের মধ্যে ৬০ জন মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন। এতে দেখা যায়, প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ফলাফলের চেয়ে প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন ফলাফলে প্রশ্ন উত্তরদানের দক্ষতা ১৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ সচিগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে ১৬০ জন অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে প্রশিক্ষণ পূর্ব মূল্যায়নে ১৫৩ জন এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়নের ১৫৮ জন অংশগ্রহণ করেন। অবশিষ্ট প্রশিক্ষণার্থীগণ অনলাইন পদ্ধতি যথাযথ ব্যবহার করতে না পারায় মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। ফলাফলে দেখা যায়, প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ফলাফলের চেয়ে প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন ফলাফলে প্রশ্ন উত্তরদানের দক্ষতা ২৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। উপজেলা রিসোর্স টিম (ইউআরটি) সদস্যগণের টিওটি প্রশিক্ষণে ১টি ব্যাচে ৩২ জন অংশগ্রহণ করেন। মূল্যায়ন ফলাফলে দেখা যায়, প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ফলাফলের চেয়ে প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন ফলাফলে প্রশ্ন উত্তরদানের দক্ষতা ১২% বৃদ্ধি পেয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পৌরসভার কাউন্সিলরগণের 'পৌরসভা সম্পর্কিত অবহিতকরণ' কোর্স

১. পৌরসভার কাউন্সিলরগণের 'পৌরসভা সম্পর্কিত অবহিতকরণ' প্রশিক্ষণ

১.১ কোর্স সম্পর্কে ধারণা: জেলা রিসোর্স টিম (ডিআরটি) এর সহযোগিতায় ৩২টি জেলায় পৌরসভার কাউন্সিলরগণের জন্য 'পৌরসভা সম্পর্কিত অবহিতকরণ' প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে অধিকাংশ প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। সমাপ্ত প্রশিক্ষণগুলোর মধ্য থেকে ৮টি জেলার কোর্স সমাপ্তি প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। ৮টি জেলায় মোট ৩৮৩ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে ১০০ জন (২৬%) নারী এবং ২৮৩ জন (৭৪%) পুরুষ। ৩৮৩ জনের মধ্যে ২২৫ জনের প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়নসহ সকল প্রশিক্ষণার্থীর কোর্স মূল্যায়ন ফলাফল পাওয়া গেছে। প্রশিক্ষণটিতে ডিআরটি সদস্যগণের পাশাপাশি এনআইএলজি'র কর্মকর্তাগণও আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণকে প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়ন ও পরবর্তী মূল্যায়ন করা হয়েছে। মূল্যায়নের প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

সারণী-১: প্রশিক্ষণ পূর্ব ও পরবর্তী মূল্যায়ণ

প্রাপ্ত নাম্বার		প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়ন		প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন	
প্রাপ্ত নাম্বার	নাম্বারের শতকরা হার	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (পূর্ব)	প্রশিক্ষণার্থীর শতকরা হার	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (পরবর্তী)	প্রশিক্ষণার্থীর শতকরা হার
০১-০৫	০৪-২০	১৭	৮	০	০
০৬-১০	২৪-৪০	৩৫	১৬	০	০
১১-১৫	৪৪-৬০	১৪০	৬২	১০০	৪৫
১৬-২০	৬৪-৮০	৩৩	১৫	৭৭	৩৪
২১-২৫	৮৪-১০০	০	০	৪৮	২১
		২২৫	১০০	২২৫	১০০

সারণী-১ পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় ২২৫ জন অংশগ্রহণ করেছেন। ২২৫ জনের মধ্যে ০১-০৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১৭ জন (৮%)। ০৬-১০ নাম্বার পেয়েছে ৩৫ জন (১৬%)। ১১-১৫ নাম্বার পেয়েছে ১৪০ জন (৬২%)। ১৬-২০ নাম্বার পেয়েছে ৩৩ জন (১৫%)। ২১-২৫ নাম্বার পেয়েছে ০ জন (০%)।

অপরদিকে প্রশিক্ষণ পূরবর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় ২২৫ জন অংশগ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে কেউই ০১-১০ এর মধ্যে নাম্বার পায়নি। তবে ১১-১৫ নাম্বার পেয়েছে ১০০ জন (৪৫%)। ১৬-২০ নাম্বার পেয়েছে ৭৭ জন (৩৪%)। ২১-২৫ নাম্বার পেয়েছে ৪৮ জন (২১%)।

সার্বিক মূল্যায়নে দেখা যায়, প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়নে গড় প্রাপ্ত নাম্বার ১১ (এগার) (৪৪%) এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়নে গড় প্রাপ্ত নাম্বার ১৩ (তের) (৫২%)। প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ফলাফলের চেয়ে প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন ফলাফলে ৮% নাম্বার বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.২ প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন ফলাফল চার্টের মাধ্যমে তুলনামূলক আলোচনা: এখানে মোট ২৫ নাম্বারকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যার মধ্যে ১-১৫ নাম্বারকে একটি ভাগ এবং অপর ভাগে ১৬-২৫ নাম্বার। উক্ত নাম্বারের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রাপ্ত নাম্বার প্রাপ্তির হার বিভাজন করে আলোচনা করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ-

চার্ট-১: প্রশিক্ষণ পূর্ব ও পরবর্তী মূল্যায়ন

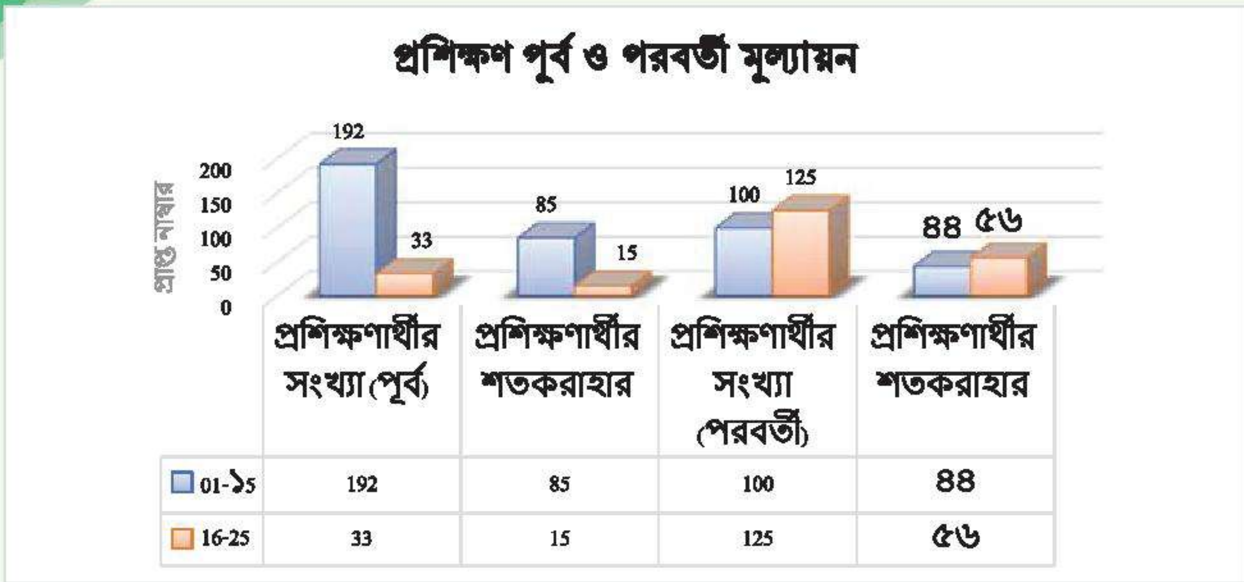

চার্ট-১ বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে ১-১৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১৯২ জন (৮৫%) এবং ১৬-২৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩৩ জন (১৫%)।

অপরদিকে প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় ২২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে ১-১৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১০০ জন (৪৪%) এবং ১৬-২৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১২৫ জন (৫৬%)।

সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় ১-১৫ নাম্বার প্রাপ্তির সংখ্যা ছিল ১৯২ জন (৮৫%) তা প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় কমে হয়েছে ১০০ জন (৪৪%)। অপরদিকে নাম্বার বেশি প্রাপ্তির সংখ্যা অর্থাৎ ১৬-২৫ যা প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী পরীক্ষায় ছিল ৩৩ জন (১৫%) তা প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১২৫ জন (৫৬%)। এতে প্রমানিত হয় যে প্রশিক্ষণ পূর্বের চেয়ে প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রশিক্ষণার্থীগণের জ্ঞান বা প্রশ্ন উত্তর দানের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.৩ প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রাসংঙ্গিকতা, দাপ্তরিক দায়িত্ব উপযোগিতা এবং পেশাগত দায়িত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কিত মূল্যায়ন:

১.৩.১ কোর্সের বিষয়বস্তু: কোর্সের বিষয়বস্তু তাদের জন্য অত্যন্ত প্রাসংগিক ছিল বলেছেন ২২৪ জন (৫৮%), প্রাসংগিক বলেছেন ১৩৩ জন (৩৫%) এবং মোটামুটি প্রাসংগিক বলেছেন ২৬ জন (৭%)।

১.৩.২ দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনে সহায়ক: কোর্সে অংশগ্রহণ দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনে কতটুকু সহায়ক জানতে চাইলে খুবই সহায়ক বলেছে ২৪০ জন (৬৩%), সহায়ক হয়েছে বলেছেন ১২২ জন (৩২%) এবং মোটামুটি সহায়ক বলেছেন ২৩ জন (৫%)।

১.৩.৩ পেশাগত জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন: প্রশিক্ষণটি পেশাগত জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনে কতখানি সহায়ক জানতে চাইলে খুবই সহায়ক বলেছেন ২৩৫ জন (৬১%) এবং সহায়ক বলেছেন ১৫০ জন (৩৯%)।

১.৩.৪ কোর্সের মেয়াদ: সকল প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ২ দিনের পরিবর্তে ৪ দিন করার জন্য মতামত প্রদান করেছেন।

প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত উপকরণ: হ্যান্ডবুক, ব্যাগ, নোট প্যাড, কলম ইত্যাদি উন্নত মানের ছিল বলেছেন ১২০ জন (৩১%), সন্তোষজনক ছিল বলেছেন ২০০ জন (৫২%) এবং মোটামুটি ভালো বলেছেন ৬৩ জন (১৭%)।

১.৩.৫ ভবিষ্যতে এ ধরণের কোর্সে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যায়:

- আর্থিক ব্যবস্থাপনা
- বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া
- পরিবেশ এবং সামাজিক নিরাপত্তা।

১.৩.৬ খাবার ব্যবস্থা: খাবারের জন্য আলাদা কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি। খাবার ব্যবস্থাপনা বাবদ পৃথক বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।

১.৩.৭ কোর্স ম্যানেজমেন্টের মতামত: কোর্সটি নবনির্বাচিত কাউন্সিলরগণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। কাউন্সিলরগণ খুব উৎসাহ এবং মনোযোগের সাথে কোর্সটিতে অংশগ্রহণ করেন। কোর্সটিতে প্রশিক্ষকগণ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অধিবেশন পরিচালনা করেছেন। তারা সকলেই কাউন্সিলরগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রাসংঙ্গিক ধারণা দিতে সামর্থ্য হয়েছেন। সার্বিক বিবেচনায় পৌরসভার নবনির্বাচিত কাউন্সিলরগণের জন্য কোর্সটি অত্যন্ত ফলপ্রসু হয়েছে এবং সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

২. ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগনের 'প্রশাসন সম্পর্কিত অবহিতকরণ' কোর্স

২.১ কোর্স সম্পর্কে বিস্তারিত: ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণের 'প্রশাসন সম্পর্কিত অবহিতকরণ' ২টি ব্যাচের তথ্য যুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১টি ব্যাচ ৩-৫ অক্টোবর, ২০২১ তারিখ এনআইএলজি'তে এবং অপর ব্যাচটি ০২-০৪ অক্টোবর, ২০২১ তারিখ পিরোজপুর জেলায় জেলা রিসোর্স টিমের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। দুটি কোর্সে ৩টি জেলা থেকে ৬২ জন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান অংশগ্রহণ করেন। কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের একই প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া প্রশিক্ষণার্থীগণের মতামতে কোর্স মূল্যায়ন করা হয়। সকল মূল্যায়ন ফলাফল ধারাবাহিকভাবে নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

সারণী-২: প্রশিক্ষণ পূর্ব ও পরবর্তী মূল্যায়ণ

প্রাপ্ত নাম্বার		প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়ন		প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন	
প্রাপ্ত নাম্বার	নাম্বারের শতকরাহার	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (পূর্ব)	প্রশিক্ষণার্থীর শতকরাহার	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (পরবর্তী)	প্রশিক্ষণার্থীর শতকরাহার
০১-০৫	০৪-২০	২	৩	০	০
০৬-১০	২৪-৪০	৯	১৫	০	০
১১-১৫	৪৪-৬০	৪১	৬৮	২১	৩৫
১৬-২০	৬৪-৮০	৭	১২	৩২	৫৩
২১-২৫	৮৪-১০০	১	২	৭	১২
		৬০	১০০	৬০	১০০

সারণী-২ পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় ৬২ জনের মধ্যে ৬০ জন অংশগ্রহণ করেছেন। অবশিষ্ট ২জন লিখতে সমস্যা হওয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি। ৬০ জনের মধ্যে ০১-০৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ২ জন (৩%)। ০৬-১০ নাম্বার পেয়েছে ৯ জন (১৫%)। ১১-১৫ নাম্বার পেয়েছে ৪১ জন (৬৮%)। ১৬-২০ নাম্বার পেয়েছে ৭ জন (১২%)। ২১-২৫ নাম্বার পেয়েছে ১ জন (২%)।

অপরদিকে প্রশিক্ষণ পুরবর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় ৬২ জনের মধ্যে ৬০ জন অংশগ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে কেউই ০১-১০ এর মধ্যে নাম্বার পায়নি। তবে ১১-১৫ নাম্বার পেয়েছেন ২১ জন (৩৫%)। ১৬-২০ নাম্বার পেয়েছেন ৩২ জন (৫৩%)। ২১-২৫ নাম্বার পেয়েছেন ৭ জন (১২%)।

সার্বিক মূল্যায়নে দেখা যায়, প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়নে গড় প্রাপ্ত নাম্বার ১৩ (তের) (৫২%) এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়নে গড় প্রাপ্ত নাম্বার ১৭ (সতের) (৬৮%)। প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ফলাফলের চেয়ে প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন ফলাফলে ১৬% নাম্বার বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.২ প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন ফলাফল চার্টের মাধ্যমে তুলনামূলক আলোচনা: এখানে মোট ২৫ নাম্বারকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যার মধ্যে ১-১৫ নাম্বারকে একটি এবং অপর ভাগে ১৬-২৫ নাম্বার। উক্ত নাম্বারের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রাপ্ত নাম্বার প্রাপ্তির হার বিভাজন করে আলোচনা করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ-

চার্ট-২: প্রশিক্ষণ পূর্ব ও পরবর্তী মূল্যায়ন

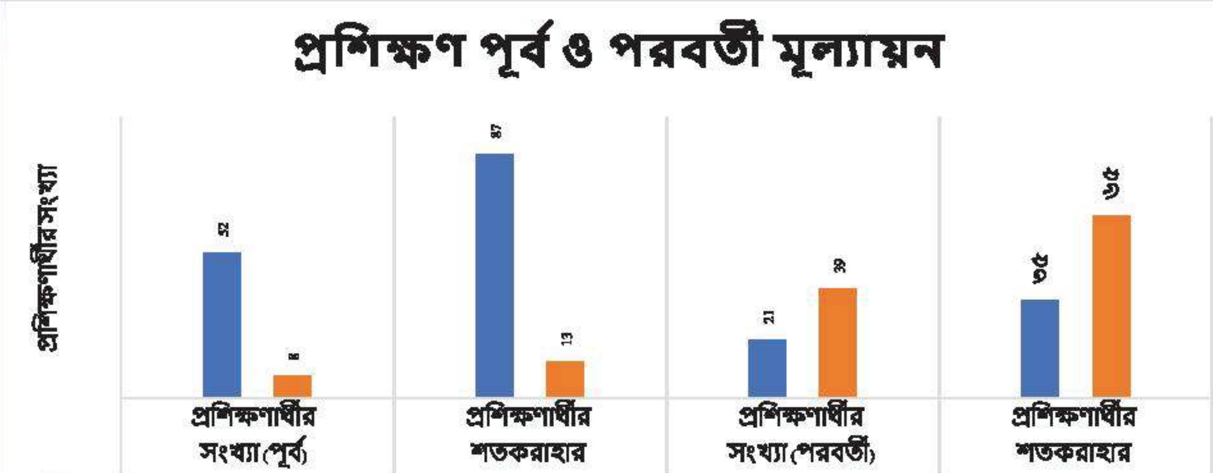

	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (পূর্ব)	প্রশিক্ষণার্থীর শতকরাহার	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (পরবর্তী)	প্রশিক্ষণার্থীর শতকরাহার
01-১5	52	87	21	৩৫
16-25	8	13	39	৬৫

চার্ট-২ বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৬২ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে ১-১৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫২ জন (৮৭%) এবং ১৬-২৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৮ জন (১৩%)।

অপরদিকে প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় ৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে ১-১৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ২১ জন (৩৫%) এবং ১৬-২৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩৯ জন (৬৫%)।

সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় ১-১৫ নাম্বার প্রাপ্তির সংখ্যা ছিল ৫২ জন (৮৭%); যা প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় কমে হয়েছে ২১ জন (৩৫%)। অপরদিকে নাম্বার বেশি প্রাপ্তির সংখ্যা অর্থাৎ ১৬-২৫; যা প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী পরীক্ষায় ছিল ৮ জন (১৩%) তা প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৯ জন (৬৫%)। এতে প্রমানিত হয় যে, প্রশিক্ষণ পূর্বের চেয়ে প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রশিক্ষণার্থীগণের জ্ঞান বা প্রশ্ন উত্তর দানের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.৩ কোর্স মূল্যায়ন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণের মতামত: যেহেতু ২টি কোর্সের মধ্যে ১টি এনআইএলজি'তে এবং অপরটি মাঠ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাই দু'টি প্রশিক্ষণের কোর্স মূল্যায়ন নিম্নে আলাদা আলাদা ভাবে উপস্থাপন করা হলোঃ

২.৩.১ এনআইএলজিতে বাস্তবায়িত কোর্স মূল্যায়ন:

২.৩.১.১ কোর্সের মেয়াদ: কোর্সের মেয়াদ যথেষ্ট ছিল কিনা জানতে চাইলে ৩২ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে মেয়াদ বৃদ্ধি করে ৭ দিন করা প্রয়োজন বলেছেন ১০ জন (৩১%) । মেয়াদ ৫দিন হওয়া প্রয়োজন বলেছেন ১৭ জন (৫৩%) এবং ১০ দিন হওয়া প্রয়োজন বলেছেন ৫ জন (১৬%)।

২.৩.১.২ প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত উপকরণ: প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত উপকরণ (হ্যান্ডবুক, ব্যাগ, নোট প্যাড, কলম ইত্যাদি) সম্পর্কে মতামত জানতে চাইলে উত্তরে ভালো বলেছেন ১৬ জন (৫০%), মোটামুটি বলেছেন ৯ জন (২৮%) এবং আরো ভালো হওয়া দরকার ছিল বলেছেন ৭ জন (২২%)।

২.৩.১.৩ ভবিষ্যতে এ ধরণের কোর্সে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যায়:

- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী বাস্তবায়নের কৌশল আরো ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্তকরণ আবশ্যক।
- বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- প্রশিক্ষণের সময় প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে এনআইএলজির স্টীকারযুক্ত মাস্ক, লগো যুক্ত টি শার্ট অথবা ক্যাপ দেয়া।

- ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনা করতে গিয়ে চেয়ারম্যানগণ কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয় তা চেয়ারম্যানদের কাছ থেকে জেনে এর সমাধানের পথ খুঁজে বের করা।
- জনস্বার্থে গ্রাম আদালতকে আরও কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ইউনিয়ন পরিষদভিত্তিক যে সমস্ত সেবা সংস্থা আছে সেই সমস্ত সংস্থাগুলিকে ইউনিয়ন পরিষদ সংক্রান্ত সকল আইন, বিধির ব্যাগারে অবহিত করা প্রয়োজন।

২.৩.১.৪ আবাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে মতামত: এনআইএলজিতে আবাসিক ব্যবস্থা ভালো বলেছেন ৭ জন (২২%), মোটামুটি বলেছেন ১৫ জন (৪৭%) এবং আরো উন্নত করা প্রয়োজন বলেছেন ১০ জন (৩১%)।

২.৩.১.৫ খাবার ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকে মতামত: খাবারের মান ভালো ছিল বলেছেন ১৮ জন (৫৬%), মোটামুটি ছিল বলেছেন ৬ জন (১৯%) এবং মান আরো ভালো করা উচিত বলেছেন ৮ জন (২৫%)।

২.৩.১.৬ কোর্স পরিচালনা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকে মতামত: কোর্স ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সম্পর্কে ২২ জন (৬৯%) অংশগ্রহণকারী চেয়ারম্যান বলেছেন ভালো হয়েছে এবং খুবই ভালো হয়েছে বলে উল্লেখ করেন ১০ জন (৩১%) চেয়ারম্যান।

২.৩.২ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্স মূল্যায়ন:

২.৩.২.১ প্রশিক্ষণার্থীগণের মতামত: প্রশিক্ষণার্থীগণ ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কিত অবহিতকরণ কোর্সটি ৩ দিনের পরিবর্তে ৫ দিন করার বিষয়ে তাদের মতামত প্রদান করেন এবং তারা উল্লেখ করেন অংশগ্রহণকারীগণের সম্মানী কিছুটা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

২.৩.২.২ কোর্স ম্যানেজমেন্টের সার্বিক মতামত: প্রশিক্ষণ কোর্সটি অত্যন্ত ফলপ্রসু হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এই কোর্সটি অত্যন্ত সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ইউনিয়ন পরিষদ সচিবগণের 'বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ' কোর্স

৩. ইউনিয়ন পরিষদ সচিবগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

৩.১ কোর্স সম্পর্কে বিস্তারিত: ইউনিয়ন পরিষদ সচিবগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ০১ আগষ্ট থেকে ২৬ নভেম্বর, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত মোট ৪টি ব্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৩৪টি জেলা থেকে ১৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। সবকয়টি কোর্স অনলাইন জুম অ্যাপ এর মাধ্যমে আয়োজন করা হয়। কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের একই প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া প্রশিক্ষণার্থীগণের মতামতে কোর্স মূল্যায়ন করা হয়। সকল মূল্যায়ন ফলাফল ধারাবাহিকভাবে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

সারণী-৩: প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন ফলাফল:

প্রাপ্ত নাম্বার		প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়ন		প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন	
প্রাপ্ত নাম্বার	নাম্বারের শতকরা হার	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর শতকরা হার	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর শতকরা হার
১০-১৫	২০-৩০	১	১	০	০
১৬-২০	৩২-৪০	২৬	১৭	২	১.৩
২১-২৫	৪২-৫০	৬৫	৪২	৪	২.৫
২৬-৩০	৫২-৬০	৪৭	৩১	২৫	১৫.৮
৩১-৩৫	৬২-৭০	১০	৭	২৮	১৭.৭
৩৬-৪০	৭২-৮০	৪	৩	৪৪	২৭.৮
৪১-৪৫	৮২-৯০	০	০	৩৯	২৪.৭
৪৬-৫০	৯২-১০০	০	০	১৬	১০
		১৫৩	১০০	১৫৮	১০০

সারণী-৩ পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় ১৬০ জনের মধ্যে ১৫৩ জন অংশগ্রহণ করেছেন। বাকী ৭ জন নেটওয়্যার্ক ও টেকনিক্যাল সমস্যার জন্য অংশগ্রহণ করতে পারেনি। ১৫৩ জনের মধ্যে ১০-১৫ মধ্যে নাম্বার পেয়েছেন ১ জন (১%)। ১৬-২০ নাম্বার পেয়েছেন ২৬ জন (১৭%)। ২১-২৫ নাম্বার পেয়েছেন ৬৫ জন (৪২%)। ২৬-৩০ নাম্বার পেয়েছেন ৪৭ জন (৩১%)। ৩১-৩৫ নাম্বার পেয়েছেন ১০ জন (৭%)। ৩৬-৪০ নাম্বার পেয়েছেন ৪ জন (৩%) এবং অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে কেউই ৪১-৫০ এর মধ্যে কোন নাম্বার পায়নি।

অপরদিকে প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় ১৬০ জনের মধ্যে ১৫৮ জন অংশগ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে কেউই ১০-১৫ এর মধ্যে নাম্বার পাননি। তবে ১৬-২০ নাম্বার পেয়েছেন ২ জন (১.৩%)। ২১-২৫ নাম্বার পেয়েছেন ৪ জন (২.৫%)। ২৬-৩০ নাম্বার পেয়েছেন ২৫ জন (১৫.৮%)। ৩১-৩৫ নাম্বার পেয়েছেন ২৮ জন (১৭.৭%)। ৩৬-৪০ নাম্বার পেয়েছেন ৪৪ জন (২৭.৮%)। ৪১-৪৫ নাম্বার পেয়েছেন ৩৯ জন (২৪.৭%) এবং ৪৬-৫০ নাম্বার পেয়েছেন ১৬ জন (১০%)।

সার্বিক মূল্যায়নে দেখা যায়, প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়নে গড় প্রাপ্ত নাম্বার ২৪ (চব্বিশ) (৪৮%) এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়নে গড় প্রাপ্ত নাম্বার ৩৭ (সাতত্রিশ) (৭৪%)। প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ফলাফলের চেয়ে প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন ফলাফলে ২৬% নাম্বার বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.২ প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন ফলাফল চার্টের মাধ্যমে তুলনামূলক আলোচনা: এখানে মোট ৫০ নাম্বারকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যার মধ্যে ১-১৫ নাম্বারকে একটি এবং অপর ভাগে ২৬-৫০ নাম্বার। উক্ত নাম্বারের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রাপ্ত নাম্বার প্রাপ্তির হার বিভাজন করে আলোচনা করা হয়েছে।

চার্ট-৩: প্রশিক্ষণ পুর্ব ও পরবর্তী মূল্যায়ন

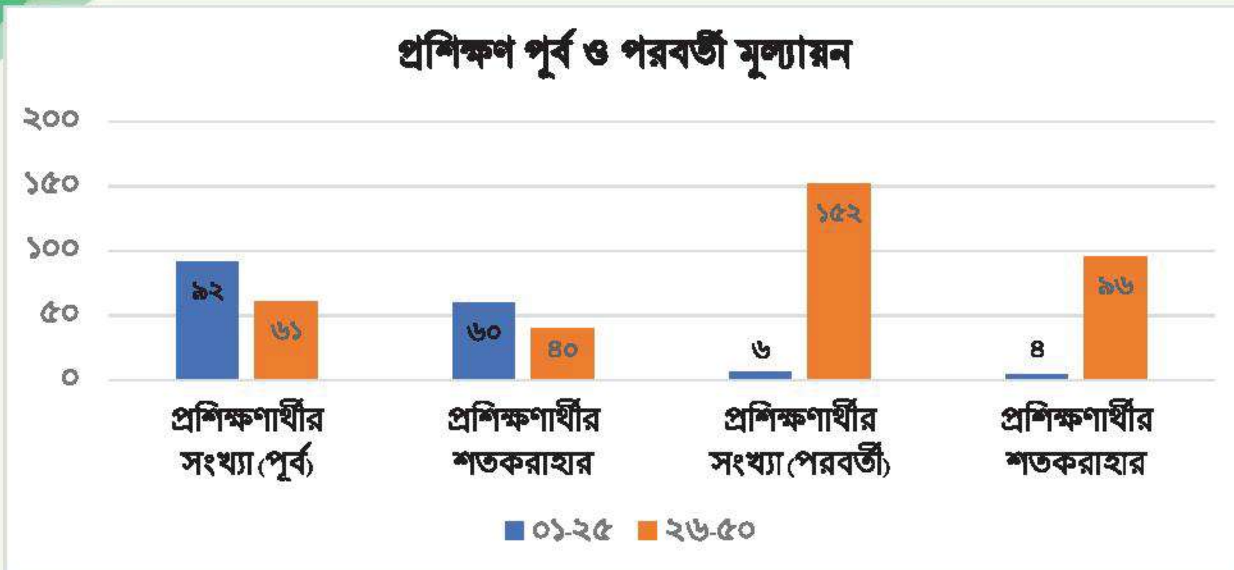

চার্ট-৩ বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৬০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ১৫৩ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ পুর্ববর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে ১-১৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৯২ জন (৬০%) এবং ২৬-৫০ নাম্বার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৬১ জন (৪০%)। অর্থাৎ ৫০% এর কম নাম্বার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা অধিক।

অপরদিকে প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় ১৫৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে ১-১৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা মাত্র ৬ জন (৪%) এবং ২৬-৫০ নাম্বার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১৫২ জন (৯৬%)।

সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রশিক্ষণ পুর্ববর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় ১-১৫ নাম্বার প্রাপ্তির সংখ্যা ছিল ৯২ জন (৬০%); যা প্রশিক্ষণা পরবর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় কমে হয়েছে ৬ জন (৪%)। অপরদিকে নাম্বার বেশি প্রাপ্তির সংখ্যা অর্থাৎ ২৬-৫০; যা প্রশিক্ষণ পুর্ববর্তী পরীক্ষায় ছিল ৬১ জন (৪০%); তা প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৫২ জন (৯৬%)। এতে প্রমানিত হয় যে, প্রশিক্ষণ পুর্বের চেয়ে প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রশিক্ষণার্থীগণের জ্ঞান বা প্রশ্ন উত্তর দানের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.৩ কোর্স মূল্যায়ন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণের মতামত: যেহেতু ৪টি প্রশিক্ষণই অনলাইন জুম অ্যাপের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাই কোর্স মূল্যায়নে অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত মতামতকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যেসব বিষয়গুলোতে প্রশিক্ষণার্থীগণ অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন সেগুলো নিয়ে উপস্থাপন করা হলো।

৩.৩.১ অনলাইন প্রশিক্ষণের ইতিবাচক দিক।—

অংশগ্রহণকারীগণ অনলাইন কোর্সের কিছু ইতিবাচক দিক চিহ্নি করেছেন, যেমন-

- নিজগৃহে পরিবারের কাছে থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পেরেছেন;
- একই সাথে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সীমিত পরিসরে জনগণকে জরুরি নাগরিক সেবা প্রদান করতে পেরেছেন;
- সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয়েছে;
- বৈশ্বিক করোনা ভাইরাসের প্রকোপ থেকে নিজে এবং পরিবারকে নিরাপদ রাখা সম্ভব হয়েছে;
- পাশে অন্য অংশগ্রহণকারীগণ না থাকায় প্রশিক্ষকের প্রতি বেশি মনোযোগী ছিলেন;
- অনলাইনে প্রশিক্ষণের ফলে প্রযুক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে;
- অনলাইনে হওয়াতে অনেক অসুস্থ্য প্রশিক্ষণার্থীও নিজ বাসায় থেকে অংশগ্রহণ করতে পেরেছেন।

৩.৩.২ অনলাইন প্রশিক্ষণের নেতিবাচক দিক।–

অংশগ্রহণকারীগণ অনলাইন কোর্সের ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি কিছু নেতিবাচক দিকও তুলে ধরেছেন, যেমন-

- জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে যাবার সুযোগ না হওয়া;
- দীর্ঘক্ষণ ল্যাপটপের স্ক্রীনে তাকিয়ে থাকায় শারীরিক অবসাদ তৈরি হওয়া;
- পারস্পরিক শিক্ষণ ও সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ কম;
- গ্রুপ ওয়ার্ক, বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, শারীরিক কসরত ইত্যাদি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে না পারা;
- নেটওয়ার্ক সমস্যার কারণে লাইন বার বার কেটে যায়, ফলে অনেক আলোচনায় তাদের উপস্থিতি থাকে না;
- স্ক্রীনে তাকিয়ে থেকে ও সাউন্ড শুনে চোখে ও কানে সমস্যা অনুভব করা;
- অনলাইন প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থী অন্য মনস্ক থাকলে আলোচক সেটি চিহ্নিত করতে পারেন না;
- মাঝে মাঝে বক্তব্যের মধ্যে অনেকের মাইক্রোফোন চালু থাকায় অনাকাঙ্খিত শব্দ, কথা, আওয়াজ শুনা যায়;
- সকলে এক সাথে একই রুমে বসে আলোচকদের মূল্যবান উপস্থাপনা উপভোগ করা থেকে বঞ্চিত হওয়া;
- অনলাইনে অনেক বেশি একঘেয়েমি;
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনার সুযোগ কম থাকা;

৩.৩.৩ অনলাইন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে যেসব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।-

- নেটওয়ার্ক সমস্যার কারণে ক্লাসের কিছু কিছু বিষয় বাদ পড়েছে;
- অফিস বা বাসায় থাকাতে অফিসিয়াল কাজে প্রতিনিয়ত অংশগ্রহণ করতে হতো;
- ল্যাপটপ বা মোবাইলে দীর্ঘসময় যুক্ত থাকায় যান্ত্রিক সমস্যাও ছিল;
- মিউট ও আনমিউট নিয়ে প্রায়াই সমস্যা হতো;
- সুযোগ পেলে সবাই এক সাথে কথা বলায় হট্টগোল শুনাযেতো;
- গ্রামে অনেক সময় বিদ্যুৎ থাকে না তাই ল্যাপটপ বা মোবাইল চার্জ না হওয়ায় প্রশিক্ষণে নির্দিষ্ট সময় অংশ গ্রহণ করতে না পারা।

পঞ্চম অধ্যায়
হিসাব সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটরগণের 'প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা' কোর্স

৪. হিসাব সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটরগণের 'প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা' (অনলাইন) প্রশিক্ষণ

৪.১ কোর্স সম্পর্কে বিস্তারিত: ইউনিয়ন পরিষদ হিসাব সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটরগণের 'প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা' প্রশিক্ষণ ০১ আগষ্ট থেকে ৯ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত মোট ১২টি ব্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটি কোর্সের মেয়াদ ছিল ৫দিন এতে মোট ১৫টি জেলা থেকে ৪০০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। ১২টি কোর্সের মধ্যে ৬টি কোর্স অনলাই জুম অ্যাপ এর মাধ্যমে এবং অবশিষ্ট ৬টি সরাসরি এনআইএলজি'তে আয়োজন করা হয়। ১২টি কোর্সের মধ্যে ৬টি অনলাইন ও ৪টি অফলাইন কোর্সের মূল্যায়ন ফলাফল দাখিল হয়েছে। কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের একই প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া প্রশিক্ষণার্থীগণের মতামতে কোর্স মূল্যায়ন করা হয়। সকল মূল্যায়ন ফলাফল ধারাবাহিকভাবে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

সারণী-৪: প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন ফলাল (অনলাইন প্রশিক্ষণ):

প্রাপ্ত নাম্বার		প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়ন		প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন	
প্রাপ্ত নাম্বার	নাম্বারের শতকরা হার	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (পূর্ব)	প্রশিক্ষণার্থীর শতকরা হার	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (পরবর্তী)	প্রশিক্ষণার্থীর শতকরা হার
০১-০৫	০৪-২০	০	০	০	০
০৬-১০	২৪-৪০	৩৮	১৯	০	০
১১-১৫	৪৪-৬০	১১১	৫৫.৫	৫৯	২৮
১৬-২০	৬৪-৮০	৪৬	২৩	১২৩	৫৯
২১-২৫	৮৪-১০০	৫	২.৫	২৬	১৩
		২০০	১০০	২০৮	১০০

সারণী-৪ পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় ২২০ জনের মধ্যে ২০০ জন অংশগ্রহণ করেছেন। বাকী ২০ জন নেটওয়ার্ক ও টেকনিক্যাল সমস্যার জন্য অংশগ্রহণ করতে পারেননি। ২০০ জনের মধ্যে ০১-০৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ০। ০৬-১০ নাম্বার পেয়েছেন ৩৮ জন (১৯%)। ১১-১৫ নাম্বার পেয়েছেন ১১১ জন (৫৫.৫%)। ১৬-২০ নাম্বার পেয়েছেন ৪৬ জন (২৩%)। ২১-২৫ নাম্বার পেয়েছেন ৫ জন (২.৫%)।

অপরদিকে প্রশিক্ষণ পুরবর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় ২২০ জনের মধ্যে ২০৮ জন অংশগ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে কেউই ০১-১০ এর মধ্যে নাম্বার পাননি। তবে ১১-১৫ নাম্বার পেয়েছেন ৫৯ জন (২৮%)। ১৬-২০ নাম্বার পেয়েছেন ১২৩ জন (৫৯%)। ২১-২৫ নাম্বার পেয়েছেন ২৬ জন (১৩%)।

সার্বিক মূল্যায়নে দেখা যায়, প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়নে গড় প্রাপ্ত নাম্বার ১৩ (তের) (৫২%) এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়নে গড় প্রাপ্ত নাম্বার ১৭ (সতের) (৬৮%)। প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ফলাফলের চেয়ে প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন ফলাফলে ১৬% নাম্বার বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.২ প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন ফলাফল চার্টের মাধ্যমে তুলনামূলক আলোচনা: এখানে মোট ২৫ নাম্বারকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যার মধ্যে ১-১৫ নাম্বারকে একটি এবং অপরটি ১৬-২৫ নাম্বার। উক্ত নাম্বারের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রাপ্ত নাম্বার প্রাপ্তির হার বিভাজন করে আলোচনা করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ-

চার্ট-৪: প্রশিক্ষণ পূর্ব ও পরবর্তী মূল্যায়ন

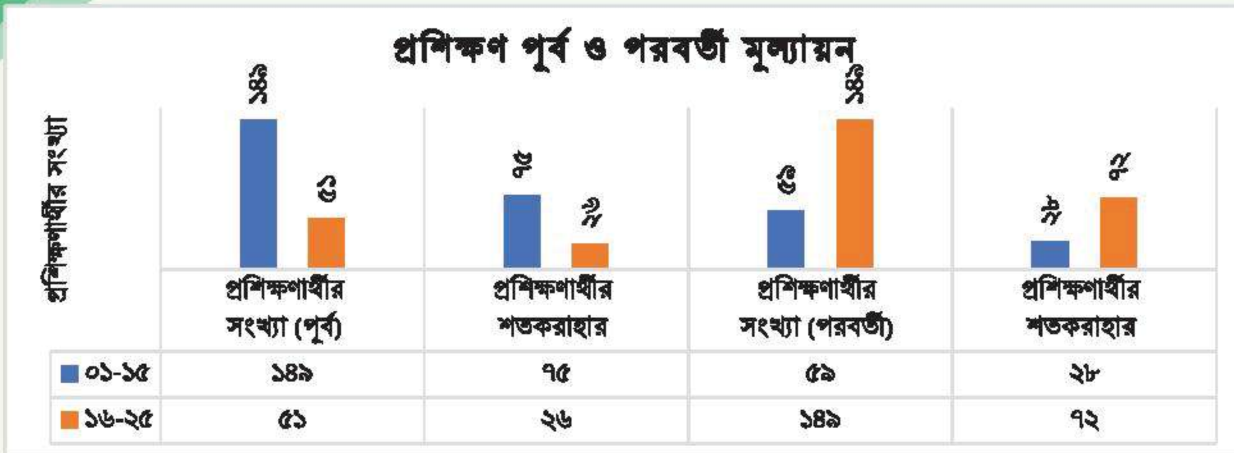

চার্ট-৪ বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২২০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ২০০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে ১-১৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১৪৯ জন (৭৫%) এবং ১৬-২৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫১ জন (২৬%)।

অপরদিকে প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় ২০৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে ১-১৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫৯ জন (২৮%) এবং ১৬-২৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১৪৯ জন (৭২%)।

সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় ১-১৫ নাম্বার প্রাপ্তির সংখ্যা ছিল ১৪৯ জন (৭৫%); যা প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় কমে হয়েছে ৫৯ জন (২৮%)। অপরদিকে নাম্বার বেশি প্রাপ্তির সংখ্যা অর্থাৎ ১৬-২৫; যা প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় ছিল ৫১ জন (২৬%); যা প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৪৯ জন (৭২%)। এতে প্রমানিত হয় যে প্রশিক্ষণ পূর্বের চেয়ে প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রশিক্ষণার্থীগণের জ্ঞান বা প্রশ্ন উত্তর দানের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণী-৫: প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন ফলাল (অনলাইন প্রশিক্ষণ):

প্রাপ্ত নাম্বার		প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়ন		প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন	
প্রাপ্ত নাম্বার	নাম্বারের শতকরা হার	প্রশিক্ষাণার্থীর সংখ্যা (পূর্ব)	প্রশিক্ষাণার্থীর শতকরা হার	প্রশিক্ষাণার্থীর সংখ্যা (পরবর্তী)	প্রশিক্ষাণার্থীর শতকরা হার
০১-০৫	০৪-২০	৪	৩	০	০
০৬-১০	২৪-৪০	৪	৩	০	০
১১-১৫	৪৪-৬০	৪৯	৪১	৯	৮
১৬-২০	৬৪-৮০	২৪	২০	৩৫	২৯
২১-২৫	৮৪-১০০	৩৯	৩৩	৭৬	৬৩
		১২০	১০০	১২০	১০০

সারণী-৫ পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় ১২০ জন অংশগ্রহণ করেছেন। বাকী ১২০ জনের মধ্যে ০১-০৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪ জন (৩%)। ০৬-১০ নাম্বার পেয়েছেন ৪ জন (৩%)। ১১-১৫ নাম্বার পেয়েছেন ৪৯ জন (৪১%)। ১৬-২০ নাম্বার পেয়েছেন ২৪ জন (২০%)। ২১-২৫ নাম্বার পেয়েছেন ৩৯ জন (৩৩%)।

অপরদিকে প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় ১২০ জন অংশগ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে কেউই ০১-১০ এর মধ্যে নাম্বার পাননি। তবে ১১-১৫ নাম্বার পেয়েছেন ৯ জন (৮%)। ১৬-২০ নাম্বার পেয়েছেন ৩৫ জন (২৯%)। ২১-২৫ নাম্বার পেয়েছেন ৭৬ জন (৬৩%)।

সার্বিক মূল্যায়নে দেখা যায়, প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়নে গড় প্রাপ্ত নাম্বার ১৭ (সতের) (৬৮%) এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়নে গড় প্রাপ্ত নাম্বার ২১ (একুশ) (৮৪%)। প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ফলাফলের চেয়ে প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন ফলাফলে ১৬% নাম্বার বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.৩ প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন ফলাফল চার্টের মাধ্যমে তুলনামূলক আলোচনা: এখানে মোট ২৫ নাম্বারকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রথম ভাগে ১-১৫ নাম্বার এবং অপর ভাগে ১৬-২৫ নাম্বার। উক্ত নাম্বারের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রাপ্ত নাম্বার প্রাপ্তির হার বিভাজন করে আলোচনা করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ-

চার্ট-৫: প্রশিক্ষণ পূর্ব ও পরবর্তী মূল্যায়ন

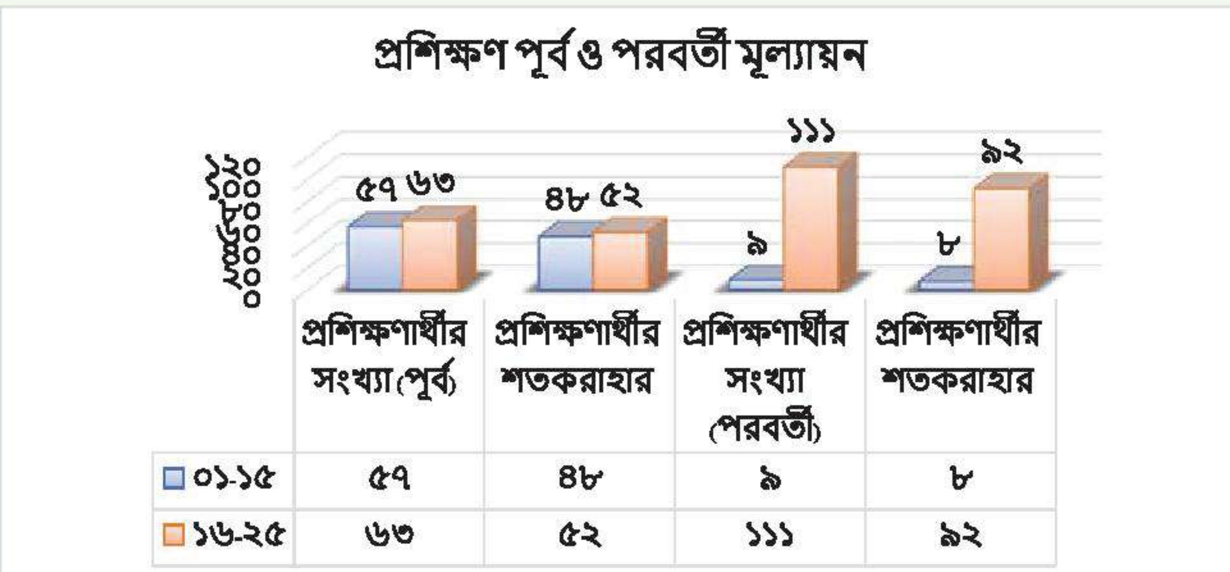

চার্ট-৫ বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১২০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে ১-১৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫৭ জন (৪৮%) এবং ১৬-২৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৬৩ জন (৫২%)।

অপরদিকে প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় ১২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে ১-১৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৯ জন (৮%) এবং ১৬-২৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১১১ জন (৯২%)।

সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় ১-১৫ নাম্বার প্রাপ্তির সংখ্যা ছিল ৫৭ জন (৪৮%); যা প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় কমে হয়েছে ৯ জন (৮%)। অপরদিকে নাম্বার বেশি প্রাপ্তির সংখ্যা অর্থাৎ ১৬-২৫; প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী পরীক্ষায় ছিল ৬৩ জন (৫২%); যা প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১১১ জন (৯২%)। এতে প্রমানিত হয় যে, প্রশিক্ষণ পূর্বের চেয়ে প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রশিক্ষণার্থীগণের জ্ঞান বা প্রশ্ন উত্তর দানের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
উপজেলা রিসোর্স টিম (ইউআরটি) এর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

৫. উপজেলা রিসোর্স টিম (ইউআরটি) এর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণ

৫.১ কোর্স সম্পর্কে ধারণা: ইতিমধ্যে বরিশাল বিভাগের সকল জেলায় উপজেলা রিসোর্স টিম (ইউআরটি) প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। আলোচ্য প্রশিক্ষণটি জেলা রিসোর্স টিমের সহযোগিতায় পিরোজপুর জেলায় আয়োজন করা হয়েছে। এতে পিরোজপুর জেলার ৬টি উপজেলার উপজেলা রিসোর্স টিমের ৩২ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণকে প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়ন ও পরবর্তী মূল্যায়ন করা হয়েছে। মূল্যায়নের প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

সারণী-৬: প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন ফলাফল:

প্রাপ্ত নাম্বার	নাম্বারের শতকরা হার	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (পূর্ব)	প্রশিক্ষণার্থীর শতকরা হার	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (পরবর্তী)	প্রশিক্ষণার্থীর শতকরা হার
০১-০৫	০৪-২০	০	০	০	০
০৬-১০	২৪-৪০	৩	৯	০	০
১১-১৫	৪৪-৬০	১৩	৪১	৩	৯.৫
১৬-২০	৬৪-৮০	১৫	৪৭	২৬	৮১
২১-২৫	৮৪-১০০	১	৩	৩	৯.৫
		৩২	১০০	৩২	১০০

সারণী-৬ পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় ৩২ জন অংশগ্রহণ করেছেন। ৩২ জনের মধ্যে ০১-০৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ০ জন (০%)। ০৬-১০ নাম্বার পেয়েছেন ৩ জন (৯%)। ১১-১৫ নাম্বার পেয়েছেন ১৩ জন (৪১%)। ১৬-২০ নাম্বার পেয়েছেন ১৫ জন (৪৭%)। ২১-২৫ নাম্বার পেয়েছেন ১ জন (৩%)।

অপরদিকে প্রশিক্ষণ পূরবর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় ৩২ জন অংশগ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে কেউই ০১-১০ এর মধ্যে নাম্বার পাননি। তবে ১১-১৫ নাম্বার পেয়েছেন ৩ জন (৯.৫%)। ১৬-২০ নাম্বার পেয়েছেন ২৬ জন (৮১%)। ২১-২৫ নাম্বার পেয়েছেন ৩ জন (৯.৫%)।

সার্বিক মূল্যায়নে দেখা যায়, প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়নে গড় প্রাপ্ত নাম্বার ১৫ (পনের) (৬০%) এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়নে গড় প্রাপ্ত নাম্বার ১৮ (আঠারো) (৭২%)। প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ফলাফলের চেয়ে প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন ফলাফলে ১২% নাম্বার বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫.২ প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন ফলাফল চার্টের মাধ্যমে তুলনামূলক আলোচনা: এখানে মোট ২৫ নাম্বারকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রথম ভাগে ১-১৫ নাম্বার এবং অপর ভাগে ১৬-২৫ নাম্বার। উক্ত নাম্বারের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রাপ্ত নাম্বার প্রাপ্তির হার বিভাজন করে আলোচনা করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ-

চার্ট-৬: প্রশিক্ষণ পুর্ব ও পরবর্তী মূল্যায়ন

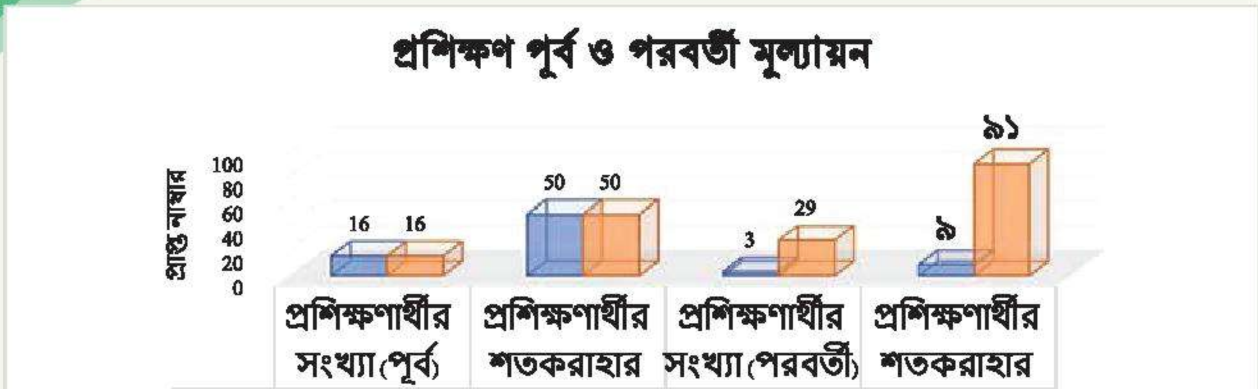

	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা(পূর্ব)	প্রশিক্ষণার্থীর শতকরাহার	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা(পরবর্তী)	প্রশিক্ষণার্থীর শতকরাহার
01-১5	16	50	3	৯
16-25	16	50	29	৯১

চার্ট-৬ বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৩২ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে ১-১৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১৬ জন (৫০%) এবং ১৬-২৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১৬ জন (৫০%)।

অপরদিকে প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় ৩২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে ১-১৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩ জন (৯%) এবং ১৬-২৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ২৯ জন (৯১%)।

সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় ১-১৫ নাম্বার প্রাপ্তির সংখ্যা ছিল ১৬ জন (৫০%); যা প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় কমে হয়েছে ৩ জন (৯%)। অপরদিকে নাম্বার বেশি প্রাপ্তির সংখ্যা অর্থাৎ ১৬-২৫; প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী পরীক্ষায় ছিল ১৬ জন (৫০%); যা প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষায় বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৯ জন (৯১%)। এতে প্রমানিত হয় যে, প্রশিক্ষণ পূর্বের চেয়ে প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রশিক্ষণার্থীগণের জ্ঞান বা প্রশ্ন উত্তর দানের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়
কর্মসূচী ও মূল্যায়ন বিভাগের মতামত ও সুপারিশ

৬. কর্মসূচী ও মূল্যায়ন বিভাগের মতামত ও সুপারিশ:

৬.১ মূল্যায়ন ফলাফল (এনআইএলজি):

- প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ন ফলাফল কোর্স ব্যবস্থাপনা টিম আরো দ্রুততম সময়ে কর্মসূচী ও মূল্যায়ন বিভাগে দাখিল করতে হবে।
- সকল মূল্যায়ন (পূর্ববর্তী, পরবর্তী, কোর্স, আলোচক, সাপ্তাহিক) পরীক্ষা গ্রহণ না করে অসমাপ্ত ফলাফল মূল্যায়ন বিভাগে জমা দেয়া যাবেনা।
- কোর্স ব্যবস্থাপনা টিম কর্মসূচী ও মূল্যায়ন বিভাগ থেকে সরবরাহকৃত নমুনা কোর্স সমাপ্তি প্রতিবেদন ছক যথাযথভাবে পূরণ করে প্রতিবেদনসহ সকল ফরম মূল্যায়ন বিভাগে দ্রুততম সময়ের মধ্যে দাখিল করতে হবে।

৬.২ মূল্যায়ন ফলাফল (মাঠপর্যায়):

- মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণের কোর্স সমাপ্তি প্রতিবেদন বিল/ভাউচারের সাথে আলাদা খামে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।
- মাঠ পর্যায় থেকে অসমাপ্ত মূল্যায়ন ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে; এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এটির গুরুত্ব কোর্স ব্যবস্থাপনা টিমকে অবগত করতে পারেন।
- মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রেরণের সাথে কর্মসূচী ও মূল্যায়ন বিভাগ থেকে দেয়া নমুনা কোর্স সমাপ্তি ছকটি আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করতে পারেন।

৬.৩ অনলাইন প্রশিক্ষণ:

- অনলাইনে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সে পূর্ববর্তী মূল্যায়ন পরীক্ষা গ্রহণ এবং বিষয়ভিত্তিক আলোচনার পূর্বেই প্রশিক্ষণার্থীকে জুম অ্যাপ ও গুগোল ফরম ব্যবহার বিষয়ে একটি প্রাথমিক ধারণা দেয়া প্রয়োজন।

৬.৪ সার্বিক মতামত:

- মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি বিশ্লেষণ করে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ বিভাগ প্রশিক্ষণের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য এবং প্রশাসন ও সমন্বয় বিভাগ আবাসন, খাবার, হোস্টেল ব্যবস্থাপনা, ক্লাসরুম ব্যবস্থাপনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

উপসংহার: প্রতিবেদনটি প্রশিক্ষণের গুণগতমান বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এটি অনলাইন ও অফলাইন উভয় প্রশিক্ষণে অবকাঠামো, টেকনিক্যাল ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণগুলোর সমাপ্তি প্রতিবেদন আরো দ্রুততম সময়ে পাওয়া গেলে মূল্যায়ন প্রতিবেদন অধিক সমৃদ্ধ হবে।